স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উদ্বোধনী স্মরণিকা ২০১৮

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

Sheikh Russel Gastroliver Institute & Hospital

উদ্বোধনী স্মরণিকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ
অধ্যাপক ফারুক আহমেদ
ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া

সহযোগিতায় ঃ
ডাঃ মোহাম্মদ এনামুল করিম
ডাঃ আল মাহমুদ এ্যাপোলো
ডাঃ শারমিন তাহমিনা খান

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮ ইং

মুদ্রণ
এশিয়ান কালার প্রিন্টিং
১৩০, রাজউক বর্দ্ধিত সড়ক
(ফকিরেরপুল), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪৯৩৫৭৭২৬, ৫৮৩১৩১৮৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪২৫
৩১ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

'শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল'- এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি এবং এ নীতির বাস্তবায়ন করছি। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল এবং হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাধারণ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের শয্যা ও চিকিৎসকের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে।

আমরা নতুন নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত সেবাসমূহের ইনস্টিটিউট স্থাপন করে যাচ্ছি। আমরা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। সিলেটে আরও ১টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সস এন্ড হাসপাতাল স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। আমরা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট 'শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছি। গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের এ সকল পদক্ষেপের ফলে বর্তমান স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সারা পৃথিবীতেই পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস-এর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাংলাদেশেও এসব রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস সংক্রান্ত রোগের উন্নত চিকিৎসা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট 'শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করা হল। এ প্রতিষ্ঠান জনগণকে উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতের আরও উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি 'শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল' -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট **"শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল"** এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আনন্দিত।

অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের জনগণ স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। বঙ্গবন্ধু চিকিৎসকদের চাকুরীর নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের ১ম শ্রেনীর মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি চিকিৎসা শিক্ষার জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশনসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ম্যালেরিয়া, আইসিডিডিআরবি সহ বিভিন্ন হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতি থানায় একটি করে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক অর্জন গোটা বিশ্বের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করেছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা, প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য ১টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেন। এখন পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৩ হাজার ৫শত টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩১ ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। সব জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা, ২৫০ শয্যার হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা এবং ৫০০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০০ শয্যায় রূপান্তরিত করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আজ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতির সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন বিশেষায়িত সেবা। মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগীদের চিকিৎসায় সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট **"শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল"** এর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। অভিনন্দন জানাই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্ভব হয়েছে গোটা বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এই গর্বিত মূহুর্তে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন। বঙ্গবন্ধু চিকিৎসকদের ১ম শ্রেনীর মর্যাদা প্রদান, আইপিজিএমআর, নিটোর সহ বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করেন।

দূরদর্শী পিতার যোগ্য এবং বিচক্ষণ উত্তরসূরী হিসাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাস্থ্যখাতে নবজাগরণের। পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন তৃণমূলে কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরী করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছেন তেমনি বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত সেবা, দক্ষ জনবল তৈরী এবং গবেষণার নতুন দ্বার উম্মোচন করেছেন। স্বাস্থ্যখাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অর্জন বিগত ১০ বছরে তার সফল নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতার এক অনন্য নির্দেশক। এখন পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৩ হাজার ৫শত টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩১ ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। সব জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা, ২৫০ শয্যার হাসপাতালগুলোকে ৫০০ শয্যা এবং ৫০০ শয্যার হাসপাতালগুলোকে ১০০০ শয্যায় রূপান্তরিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

পরিশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যার হাত ধরে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল"। আমি প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫০ শয্যার বিশেষায়িত **শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল** উদ্বোধনের এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিতপর জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য সেবাকে তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার সংবিধানিক স্বীকৃতি দেন।

বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী পরিপাকতন্ত্র ও লিভার জটিলতায় ভুগছেন। এই ধরনের রোগীর প্রয়োজন বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২০১১ সালে **শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল** স্থাপনের সদয় অনুমতি প্রদান করেন এবং একনেক সভায় তা অনুমোদন লাভ করে। তাঁর মহৎ অনুপ্রেরণা,পৃষ্ঠপোষকতা ও দিক্ নির্দেশনা এ হাসপাতাল নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তার প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমি বিশ্বাস করি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নির্মাণশৈলী এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদী সমৃদ্ধ **শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল** পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগ চিকিৎসা ও গবেষণায় আগামী দিনে একটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেফারেল সেন্টার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমি **শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের** সার্বিক সাফল্য কামনা করি। এ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা মেধা ও শ্রম দান করেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

মোঃ সিরাজুল হক খান

ভারপ্রাপ্ত সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ ঢাকায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নির্মাণশৈলী এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ দেশের সর্বপ্রথম "২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকল জনগোষ্ঠীর আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পরিপাকতন্ত্র, লিভার এবং প্যানক্রিয়াসজনিত গ্যাস্ট্রোইন্টেসটাইনাল রোগ সমূহের আধিক্য রয়েছে। তদুপরি জলবায়ু এবং পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে গ্যাস্ট্রোইন্টেসটাইনাল রোগীর প্রাদুর্ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা কম।

এ প্রেক্ষাপটে পরিপাকতন্ত্র, লিভার এবং প্যানক্রিয়াসজনিত গ্যাস্ট্রোইন্টেসটাইনাল রোগসমূহে আক্রান্ত জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ মেডিকেল এবং সার্জিকেল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট তৈরি এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় একনেক কর্তৃক "২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিচার্স এন্ড হাসপাতাল" প্রকল্পটি অনুমোদন এবং নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নির্মাণশৈলী এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ দেশের প্রথম এবং একমাত্র "২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল" চিকিৎসা ও গবেষণায় আগামী দিনে সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

পরিশেষে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক "২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জি.এম. সালেহ উদ্দিন

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রথম পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর উদ্বোধনের এই গর্বিত মূহুর্তে দেশবাসী এবং স্বাস্থ্য বিভাগ সহ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন। বঙ্গবন্ধু চিকিৎসকদের ১ম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, আইপিজিএমআর, নিটোর সহ বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করেন। দূরদর্শী পিতার যোগ্য এবং বিচক্ষণ উত্তরসূরী হিসাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাস্থ্যখাতের নবজাগরণ। স্বাস্থ্যখাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অর্জন বিগত ১০ বছরে তার সফল নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতার এক অনন্য নির্দেশক।

দেশের কয়েকটি মেডিকেল কলেজে চালানো সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বহির্বিভাগে আগত এবং অন্ত:বিভাগে ভর্তিকৃত রোগীদের এক তৃতীয়াংশই পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের রোগে আক্রান্ত। দেশের সাধারন জনগনের মধ্যে চালানো বিভিন্ন জরীপে দেখা যায় প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ পেপটিক আলসার রোগে আক্রান্ত, আরও প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রম (দীর্ঘস্থায়ী আমাশায় বা পেটের পীড়া) রোগে ভোগেন এবং প্রায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী লিভার রোগ (যেমন ফ্যাটিলিভার, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি সহ বিভিন্ন প্রকার হেপাটাইটিস) এ ভোগেন । দেশের এই বিপুল সংখ্যক পেট ও লিভারের রোগীদের জন্য এ হাসপাতাল হবে সর্বোচ্চ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সেবার আশ্রয়স্থল। এই আনন্দক্ষণে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, নির্মাণকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আগামী দিনগুলোতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমি "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ

প্রধান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৩১ অক্টোবর "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" শীর্ষক প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করবেন, যা সমগ্র দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।

"শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ল্যাব ও টেস্ট ফ্যাসিলিটিজ সহ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১০ তলা একটি হাসপাতাল ভবন, ০৫ তলা বিশিষ্ট একটি ডক্টর'স ডরমিটরি, একটি নার্সেস ডরমিটরি, একটি স্টুডেন্টস ডরমিটরি ও একটি ইমার্জেন্সি স্টাফ ডরমিটরি নির্মিত হয়েছে। এ বিশেষায়িত হাসপাতালটি নির্মাণের ফলে এদেশের সাধারন মানুষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সংশ্লিষ্ট রোগসমূহের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক ল্যাব ও টেস্ট ফ্যাসিলিটিজ থাকায় এ হাসপাতাল থেকে জনগন উন্নতমানের রোগ নির্ণয় সেবা যেমন পাবেন, তেমনি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাও এ হাসপাতালে পরিচালিত হবে, যা এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগ গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই হাসপাতালটি একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল। এই হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সংক্রান্ত রোগ নিরাময়ের উন্নত সুবিধা এদেশের জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের একটি বিশেষ সাফল্য বলে আমি মনে করি। প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের মেয়াদে গৃহীত হয়ে বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই সর্বোতভাবে সম্পন্ন হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশের প্রধান সরকারী পূর্ত নির্মাণ সংস্থা। সরকারী ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ কাজে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রায় পৌনে দুই শতক ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ ও দক্ষ সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল প্রকৌশলীগন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। সরকারী ভবন নির্মাণ ছাড়াও ভবন সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও গণপূর্ত অধিদপ্তর সূচারুরূপে পালন করে আসছে।

পরিশেষে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Rafiqul Islam

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সভাপতি
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি
এবং অনারারি প্রেসিডেন্ট (আজীবন)
বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী সোসাইটি

বাণী

নবনির্মিত ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জলবায়ুর তারতম্য, খাদ্যাভাস ও স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা সহ বিভিন্ন কারণে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে পরিপাকতন্ত্র ও লিভার ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আমার বিশ্বাস, এই বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিপাকতন্ত্র ও লিভার জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একসময় শুধু মাত্র উন্নত দেশগুলোতে পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগের আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা হত। বর্তমানে আমাদের দেশেও এ সকল সুবিধার সুযোগ বিস্তৃতি লাভ করছে। এর ফলে রোগীরা যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমন তৈরী হচ্ছে দক্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিষ্ট এবং গবেষণার ক্ষেত্র। ফলশ্রুতিতে বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

আমাদের মহান স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ সন্তান শহীদ শেখ রাসেল এর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালের শুভ উদ্বোধনকে স্বাগত জানাই।

আল্লা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডাঃ এ কে আজাদ খান

সভাপতি
বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী সোসাইটি

বাণী

পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগের চিকিৎসায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত।

পৃথিবীর সব দেশেই পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস এর রোগীদের সংখ্যা অন্যান্য অঙ্গের রোগীদের সংখ্যার চাইতে বেশী। রোগের জন্য ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট এবং কাজের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করলে ক্ষতি এড়ান যায় । বিগত দশকগুলিতে এই রোগগুলোর নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যেই অনেক প্রযুক্তির সুফল জনগনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত দশকে এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাত্রা জাতির ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। স্বাস্থ্যের প্রতিটি সূচকে আমাদের উন্নতি সারা বিশ্বে প্রশংশিত হয়েছে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ইতোমধ্যে ১৪ টি সরকারী মেডিকেল কলেজ ও কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে এই রোগ সমূহের চিকিৎসার বিশেষায়িত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তবে একটা centre of excellence এর প্রয়োজন ছিল যেখানে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে, বেশী জঠিল রোগীর চিকিৎসা হবে এবং উন্নত মানের গবেষণা হবে। জাতির জনকের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের নামে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।

রোগীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার বিরাট প্রয়োজন বিবেচনায় এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও স্থান অপ্রতুল হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও পরিধি বাড়ানোর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রফেসর মাহমুদ হাসান

প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট
ও হাসপাতাল

বাণী

"শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপান্তর। আজ ৩১ শে অক্টোবর ২০১৮, স্বপ্নের এই হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পরিপাকতন্ত্র, লিভার এবং প্যানক্রিয়াস জনিত গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল রোগ সমূহের আধিক্য রয়েছে। উন্নত বিশ্বে যেখানে প্রতি ১০ হাজার জনগনের জন্য ১ জন করে গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল বিশেষজ্ঞ রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে আছে প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জন্য ১ জন । এ বিষয়ে বিশেষায়িত সেবিকা ও টেকনিশিয়ান প্রায় নাই বলা যায়। এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে একনেক কর্তৃক ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতাল প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। সেদিনের সেই স্বপ্নের বীজ আজকের বাস্তবের মহীরুহ।

আগামী দিনে পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগের চিকিৎসা, গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে এই ইনস্টিটিউটটি হবে একটি মাইল ফলক। অন্ত্র, লিভার এবং প্যানক্রিয়াসের জটিল রোগের সুচিকিৎসা এবং নতুন নতুন গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল হবে একটি অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও প্রচেষ্টায় "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর শুভ উদ্বোধন হবে দেশের চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মূহুর্ত। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক ব্যক্তির নিরলস পরিশ্রম এবং মেধা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে।

পরিশেষে আমি "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ডাঃ ফারুক আহমেদ

উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট
ও হাসপাতাল

ধন্যবাদ জ্ঞাপণ

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উদ্বোধন দেশের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে জনসাধারনের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত এই শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সকল পর্যায়ে যুক্ত থাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান ও সম্মানিত বোধ করছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয়ের উপস্থিতি চলমান কাজকে উৎসাহিত করেছে।

পরিপাকতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রয়েছে উন্নত বিশ্বে বিদ্যমান সকল সুবিধা। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের জটিল রোগ সমূহের বিশেষ করে ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ নির্ণয়ের ফলে, রোগ নির্মূলের পাশাপাশি দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ধারাবাহিক সফলতা আর জনসাধরনে প্রতি বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে এই প্রতিষ্ঠানটি।

পরিপাকতন্ত্রের জরুরী স্বাস্থ্য সেবার জন্য রয়েছে জরুরী বিভাগ, জরুরী এন্ডোস্কোপী এবং সার্জিকেল ইন্টারভেনশান সুযোগসহ ১০ বেডের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড, বহির্বিভাগে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সুবিধা। ২৫০ বিছানার অন্তঃবিভাগের জন্য রয়েছে সাধারন বিছানা ও কেবিনের সুবিধা। সংকটাপন্ন রোগীদের সেবায় রয়েছে ৮ বেডের আই. সি. ইউ এবং ১২ বেডের এইচ, ডি. ইউ। হাসপাতালটির চতুর্থ তলায় সর্বাধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত পূর্ণাঙ্গ এন্ডোস্কোপি স্যুট রয়েছে যাতে থাকছে এন্টোরোস্কোপি, এন্ডোসনোগ্রাফি, ই. আর. সি.পি, জি আই মেনোম্যাট্রি, পি.এইচ ম্যাট্রি, ক্যাপস্যুল এন্ডোস্কোপি এবং কোলাঞ্জিওস্কোপির মতো আধুনিক সুবিধা। সার্জিকেল বিভাগে রয়েছে আধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত চারটি জি আই অপারেশন থিয়েটার। প্রতিষ্ঠানটিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য রয়েছে আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাব three tesla MRI, CT সম্বলিত ইমেজিং ডিপার্টমেন্ট।

ছয়টি সুপরিসর লিফট হাসপাতালে আগত রোগীদের স্বাচ্ছন্দে চলাচল নিশ্চিত করবে। হাসপাতাল ভবনটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক স্মোক ডিটেক্টর, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ প্রতি তলায় চারটি জরুরী নির্গমন পথ, বেইজমেন্টে গাড়ি পার্কিং এবং মৃতদেহ সংরক্ষণাগার। পুরো হাসপাতাল ভবনটিতে পাবলিক এনাউন্সমেন্ট সিস্টেম এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো

সার্বক্ষণিক সিসি টিভি মনিটরিং এর আওতায় রয়েছে। ব্যতিক্রমি স্থাপত্যশৈলী এবং খোলামেলা পরিবেশ এবং গ্রীণ টেকনোলজীতে নির্মিত এই হাসপাতালটি হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক অনন্য উদাহরণ।

প্রকল্পটির সফল সমাপ্তিতে, আমি এর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

ভবনটি নির্মাণে গণপূর্ত বিভাগের সকল প্রকৌশলী কর্মকর্তা এবং স্থাপত্য বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এই বিভাগটির তৎপরতায় যথেষ্ট উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে পেশাগত দক্ষতা এবং উন্নতির মাধ্যমে অধিকতর সফলতার সাথে এরকম প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত নির্মাণ, ইলেকট্রিক এবং অন্যান্য শ্রমিক যাদের ঘাম ঝরা পরিশ্রমে দেশের এই অর্জন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। প্রকল্পের প্রকল্প কার্যালয়ের সকল কর্মচারি এবং সহকর্মীদের আন্তরিক অভিবাদন। প্রতিষ্ঠানটির বাস্তবায়নে অংশিদার হওয়া নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধু এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ঠ মাত্র দশ বছর বয়সে শাহাদাৎ বরণ করা শেখ রাসেল স্মরণে প্রতিষ্ঠিত "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ধারাবাহিক সফলতার অন্যতম মাইলফলক হিসেবে যুক্ত হলো।

ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া

বাংলাদেশের পরিপাকতন্ত্র, প্যানক্রিয়াস ও লিভার ব্যাধির সমস্যা

মানুষের পরিপাকতন্ত্র বা Digestive system কয়েক ধরণের কাজ করে। এর মধ্যে একটা বড় কাজ হল, যে খাবার আমরা খাই তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত বড় যৌগিক পদার্থ থেকে কতগুলো সরল উপাদানে রূপান্তর করে, যা অন্ত্রের দেওয়ালের ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াকে হজম বা পরিপাক বলা যায়। অতীতে পরিপাকতন্ত্র অন্যান্য কাজও করে তা জানা ছিল না। ক্রমেই অন্যান্য ক্রিয়ার কথা জানা যাচ্ছে। পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে নানা ধরণের hormone তৈরী হয়। হরমোন একধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা একস্থানের গ্রন্থি (gland) থেকে নিঃসরিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করে। পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন হরমোন দেহের অভ্যন্তরে ঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ (metabolism) নিয়ন্ত্রণ করে। যকৃৎ বা লিভার কয়েক ধরণের কাজ করে। হজমের পর যেসব রাসায়নিক বস্তু যকৃতে আসে সেগুলোকে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের উপযোগী করার জন্য পরিবর্তন করা, কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান জমা করে রাখা, কয়েক ধরণের উপাদান তৈরী করা, অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পিত্তের মাধ্যমে নিঃসরণ করা এগুলোর অন্যতম। সাম্প্রতিক কালে পরিপাকতন্ত্রের, বিশেষতঃ বৃহদন্ত্রে অসংখ্য আবাসিক জীবাণুর নানা ক্রিয়ার কথা জানা যাচ্ছে। মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা (immunity) এরা প্রভাবিত করে, metabolism প্রভাবিত করে, এমনকি স্নায়ুতন্ত্র ও মানসিক অবস্থার উপরও প্রভাব ফেলে।

শরীরের অঙ্গ হিসাবে পরিপাকতন্ত্র অনেক বড় ও বৈচিত্রময়। সমষ্ঠিগত ভাবে ধরলে এটা দেহের সবচাইতে বড় অঙ্গ। মুখ থেকে শুরু করে অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র হচ্ছে মূল পথটি। এর সঙ্গে জড়িত আছে লালা নিঃসরণের গ্রন্থিসমূহ, অগ্ন্যাশয় বা pancreas, যকৃত বা লিভার, পিত্তথলী ও পিত্তনালী। এই যন্ত্রসমূহ আলাদা আলাদা কাজ করে তাই গঠনের দিক দিয়ে তারা পৃথক পৃথক ধরণের। সে কারণে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পরিপাকতন্ত্রের রোগ পৃথিবীর সব দেশেই জনগোষ্ঠির সবচাইতে বেশী মানুষেকে আক্রান্ত করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন জরীপে দেখা গেছে গ্রামের জনগোষ্ঠির শতকরা ১০ শতাংশেরও বেশী মানুষ পেপটিক আলসার রোগে ভোগেন। প্রায় আট শতাংশ মানুষ Irritable Bowel Syndrome বা IBS রোগে ভোগেন ও প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ Gastro-esophageal Reflux Disease এ ভোগেন। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষের Fatty Liver আছে। পাঁচ শতাংশের বেশী মানুষের দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ আছে। পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সার এর মধ্যে oropharyngeal এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্যান্সারে আক্রান্ত সব রোগীর মধ্যে সংখ্যায় অধিক। লিভার ক্যান্সার, পাকস্থলী ও colorectal ক্যান্সার আমাদের দেশে সংখ্যার দিক দিয়ে বেশী ক্যান্সার সমূহের অন্যতম।

পরিপাকন্ত্র, অগ্ন্যাশয় ও লিভার ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিগত কয়েক দশকে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তর এর দশকের আগে পরিপাকতন্ত্রের hollow organ সমূহে বিভিন্ন X-ray এর মাধ্যমে রোগ নির্নয়ের পরীক্ষা করা হত। এগুলো এতটা নিখুঁত ছিল না ; যেমন, duodenal ulcer নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Barium X-ray মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ রোগ নির্ণয় করতে পারত। বিংশ শতব্দীর সত্তর এর দশকে fiberoptic endoscopy এর প্রচলন হওয়ায় পর রোগ নির্ণয়ের সফলতা অনেক বাড়ে। এছাড়া রোগাক্রান্ত স্থানে biopsy নিতে পারার ফলে সফলতা আরও বাড়ে। বর্তমানে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রান্ত্র পরীক্ষা করতে সক্ষম বিভিন্ন ধরনের enteroscope ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি tube বা তার ছাড়া capsule enteroscope, capsule colonoscope, capsule oesophogacope ও অবিস্কার হয়ে ক্রমেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার

হচ্ছে। শুধু রোগ নির্ণয় নয়, রোগের চিকিৎসাতেও প্রযুক্তিগত উন্নতি আশ্চর্যজনক। এন্ডোস্কোপি জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিপাকন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে polyp অপসারণ করা, রক্তপাত বন্ধ করা, সংকুচিত হয়ে যাওয়া পথ প্রসারিত করা, পিত্তনালী ও প্যানক্রিয়াস এর নালীর পাথর অপসারণ করা, ইত্যাদি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এগুলো করার জন্য আগে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হত। শল্যচিকিৎসারও উন্নতি হচ্ছে। আশির দশক থেকে laparoscopy এর সাহায্যে পিত্তনালী ও অন্যান্য যন্ত্রের শল্যচিকিৎসা প্রসারলাভ করেছে। লিভার এর শল্যচিকিৎসায়ও অনেক উন্নতি হয়েছে। লিভার প্রতিস্থাপন (Transplantation) আশির দশক থেকে সফলতার সঙ্গে করা হচ্ছে।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে imaging বা প্রতিচ্ছবি তৈরীর উন্নতি অভূতপূর্ব। আল্ট্রাসাউন্ড, সিটিস্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রেও বিভিন্ন অংশের imaging এর অনেক নতুন পদ্ধতি আবিস্কার হয়েছে। ইতোমধ্যেই রোগ নির্ণয়ের জন্য ইআরসিপির আর প্রয়োজন হচ্ছে না, এমআরসিপি এজন্য সমকক্ষ ধরা হচ্ছে। ক্ষুদ্রান্ত দেখার জন্য X-ray এর বদলে CT ও MR enterography আরও নিখুঁত রোগ নির্ণয় করে। অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস এর রোগ নির্নয়ে Endosonography, MRI এগুলো আরও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। colonoscopy এর বদলে CT ও MR দ্বারা বৃহদন্ত্র দেখার প্রচেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশে পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হয় বিগত শতকের সত্তর এর দশকে। প্রফেসর এ. কে আজাদ খান দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অক্সফোর্ডে প্রশিক্ষণের পর ১৯৭৭ সালে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অফ পোষ্টগ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ বা আই পি জি এম আর (যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত) এ ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ও এটা একটা পূর্নাঙ্গ বিভাগে রূপ নেয়। দেশে বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমডি কোর্স শুরু করা হয়। এই সময় বারডেম হাসপাতালেও একটি বিভাগ গড়ে উঠে। আশির দশকের শেষদিকে IPGMR এ একটি লিভার বিভাগও কাজ শুরু করে। ২০০১ সালে সবচাইতে পুরোনো পাঁচটি সরকারী মেডিকেল কলেজে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী বিভাগ খোলা হয়। ২০০৮ সালে আরো নয়টি সরকারী মেডিকেল কলেজে এই বিভাগ কাজ শুরু করে। কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতালেও গ্যাস্ট্রেএন্টারোলজীর বিশেষায়িত সেবা পরবর্তীতে চালু হয়েছে। বেশ কয়েকটি সরকারী মেডিকেল কলেজে লিভার বিভাগও স্থাপন করা হয়েছে। তবে ১৬ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের দেশের জন্য এই সেবা এখনও যথেষ্ট নয় । ইউরোপ-আমেরিকায় উন্নত দেশগুলিতে গড়ে প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য একজন এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আছেন। বাংলাদেশে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের জন্য আছেন একজন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে এন্ডোস্কোপি সম্পর্কিত পরীক্ষা সমূহের তুলনামূলক চিত্রে আমাদের প্রয়োজনের দিকটা আরও পরিস্কার ভাবে দেখা যায়। ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে সারা বাংলাদেশে এন্ডোস্কোপি ৩৩৫২৭১ টি, কোলনোস্কোপি ৫৯৮৩৪ টি এবং ইআরসিপি ৩৯৭৩টি করা হয়। যুক্তরাজ্যে এক বৎসরে প্রতি লাখ জনসংখ্যায় এন্ডোস্কোপি হয় ১৫০০ (বাংলাদেশে ২১৪) কোলনোস্কোপি হয় প্রতি লাখ জনসংখ্যায় ৪৮০ (বাংলাদেশে ৩৬), ইআরসিপি প্রতি লাখে হয় ৭০ (বাংলাদেশে ৫ জনের কম)। পরিপাকতন্ত্র ও লিভার এর রোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের চাইতে কম নয়। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশে এই পরীক্ষা সমূহের প্রয়োজন আরও বেশী। এজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউট কাজ করবে। এখানে ব্রিটিশ সোসাইটি অব গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজীর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা সমূহের প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে। মানের দিক দিয়ে এখানকার প্রশিক্ষণ হবে আর্ন্তজাতিক মানের।

গবেষণাতেও এদেশে অগ্রগতি হয়েছে। পেপটিক আলসার সম্বন্ধে গবেষণা এদেশের রোগীদের জন্য সঠিক চিকিৎসার ধারা নির্ণয় করতে সাহায্য করেছে। IBS এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয় করা হয়েছে। Post-infections IBS বিষয়ে ভারতের গবেষকদের সঙ্গে মূল্যবান তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। IBS এর রোগ নির্ণয়ের জন্য Rome criteria নবায়নের ব্যাপারে বাংলাদেশের গবেষকদের Rome Foundation অংশীদারিত্ব দিয়েছে। Inflammatory Bowel Disease সমন্ধে যৌথভাবে ভারতের Inflammatory Bowel Disease group এর সঙ্গে গবেষণা করা হচ্ছে। British Society of Gastroenterology বিগত চার বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে Basic

Endoscopy কোর্স ও পরবর্তীতে Basic colonoscopy কোর্স পরিচালনা করছে।

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক আগেই এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম ত্যাগ স্বীকার করার পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করে বঙ্গবন্ধু যখন উন্নয়নের দিকে যাচ্ছিলেন তখন নির্মমভাবে তাঁকে তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করে। এর পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধীরা জাতির অগ্রগতি রুদ্ধ করে রাখে। ২০০৯ সালে থেকে জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়েছেন। দশ বৎসরের কম সময়ে দেশের সকল ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা এই জাতির ইতিহাসে কোনসময় হয়নি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, মোট প্রজনন হার, শিশুদের টিকাদান এইসব গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে ও জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। অনেক সূচকে আমাদের অর্জন ভারত ও পাকিস্তানের চাইতেও বেশী। জনগনের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ হিসাবে ১৩ হাজার এর বেশী কমিউনিটি ক্লিনিক কাজ করছে যা বিশ্বব্যপী নন্দিত হচ্ছে। সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রনেও বাংলাদেশের অর্জন অনেক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিও মুক্তির সনদ দিয়েছে। কুষ্ঠরোগ দৃশ্যতঃ নির্মূল হয়েছে, যক্ষা ও কালাজ্বর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখন অসংক্রামক ব্যাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জন করতে হলে জনগনের সব অংশকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে।

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বাংলাদেশে পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস ব্যাধির বিশেষজ্ঞ আরও অধিক সংখ্যায় তৈরী করবে। যেসব স্থানে এখনো বিশেষজ্ঞ নাই সেসব স্থানে বিশেষজ্ঞ পাঠানো যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি প্রতিনিয়ত হচ্ছে । নতুন দক্ষতা উন্নত দেশ থেকে আহরন করে এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে তা দেশের অন্যান্য কেন্দ্রে প্রসারিত করা যাবে। উন্নত বিশ্বে প্রযুক্তি আবিস্কারের পর স্বল্প সময়ে এখানে আনা হলে দেশের অন্যান্য কেন্দ্র থেকে বেশী জটিল রোগীরা এখানে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পাবে। এখন উন্নত বিশ্বের এই বিষয়ে রোগ চিকিৎসার পদ্ধতির অনেকটা এ দেশে আছে, ফলে খুব কম রোগীরই বিদেশে যাওয়ার প্রকৃত প্রয়োজন থাকে। এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে তা আরও কমে যাবে। সর্বোপরি, এখানে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার সুযোগ উন্মোচিত হবে। অনেক রোগের ভৌগলিক এলাকা ও জন গোষ্ঠীভেদে বহিঃপ্রকাশ ও চিকিৎসার ফল আলাদা হয়। কাজেই প্রতি জনগোষ্ঠিতে রোগ সমূহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা দরকার। এ ছাড়া কিছু কিছু রোগ আছে যা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় আমাদের জনগোষ্ঠিতে বেশী হয়। এগুলোর গবেষণা এদেশেই হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে গবেষণা ছাড়া উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা কোন প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না।

আজকের দিন এদেশের মানুষের পরিপাকতন্ত্র, প্যানক্রিয়াস ও লিভার এর রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। জাতির জনকের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের নামে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হওয়াতে আমরা গৌরবান্বিত। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ। জননেত্রী শেখ হাসিনার যে স্বপ্ন এদেশের মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌছে দেওয়া, তা পূরণের জন্য এই ইনস্টিটিউট ও তার কর্মীরা সর্বোতভাবে চেষ্টা করে যাবে।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান
সভাপতি বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী সোসাইটি ও সাবেক উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

পর্দার আড়ালে

ছোঁয়াচে রোগ - যেমন সর্দি কাশি ছাড়া সবচেয়ে বেশী যে ব্যাধিতে মানুষ ভোগে, সমষ্টিগত ভাবে তাকে আমরা ডাইজেষ্টিভ ডিজিজেজ বলে থাকি। সাধারণের বোঝার খাতিরে সংক্ষেপে তাকে গ্যাস্ট্রোলিভার সংক্রান্ত অসুখ বলা হয়। ব্যাপক ভাবে বোঝাতে হলে বলতে হবে- গিলতে কষ্ট, গলায় আটকে যাওয়া, বমি, গ্যাসের আধিক্য, পাতলা পায়খানা, বদ হজম, পেট ফাঁপা, কষা, পাইলস, পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপড়া, ইত্যাদি। এরপর - আলসার, গ্যাস্ট্রাইটিস, রক্তবমি, ডাইভারটিকুলাইটিস, পলিপ এরই মধ্যে পরে। তারপর খাদ্যনালীর ক্যান্সার, পাকস্থলির ক্যান্সার, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের খাদ্য নালীর ক্যান্সার, পায়ুপথের ক্যান্সার ইত্যাদি। লিভার রোগে জন্ডিস, হেপাটাইটিস, লিভার ক্যান্সার, পিত্তথলির পাথর ও ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটাইটিস ও প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার এর সবই এই ডাইজেষ্টিভ ডিজিজের অংশ। বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যাপক হারে যে রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তা হল "হেলিকোব্যাকটার পাইলরী" ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পাকস্থলির ইনফেকশন। এই ব্যাকটেরিয়া পেটের আলসার, গ্যাস্ট্রাইটিস এবং পাকস্থলির ক্যান্সারের জন্য দায়ী। ব্যাপকতার দিক থেকে তাই সহজেই আন্দাজ করা যায় এইসব রোগের আধিক্য ও প্রকারভেদ। যার কারণে একটি বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রয়োজন বহুদিন থেকে সবাই অনুধাবন করে আসছিলেন।

সমষ্টিগত ভাবে তাই অতি সহজে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির স্পেশালিষ্টের প্রয়োজন বুঝতে পারা যায়। চিকিৎসকের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং যন্ত্রপাতির অভাবের কারনেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতি পূরণ হয়নি । যার কারণে এই আধুনিক যুগেও আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষকে সেবা দিতে পারেনি এবং মানুষ জনও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা একটি পরিপূর্ণ বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সর্বতভাবে সমর্থন দিয়ে, ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জাতিকে এবং ডাক্তার সমাজকে ধন্য করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি মাইলফলক যার মাধ্যমে জনগনকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের আবির্ভাব ঘটল। এখান থেকেই ইনশাআল্লাহ একদিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব পূরণ হবে। রুগীদের সেবা প্রদানের দ্বারা সেদিন আমাদের স্বপ্নের পূর্ণতা ঘটবে। সেই লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়বৃন্দ, শ্রদ্ধেয় স্বাস্থ্য সচিবগন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের উর্দ্ধতন কর্মচারীগণ উপযুক্ত সংখ্যক জনবলের পদসৃষ্টি পূর্বক নিয়োগ এবং আগ্রহী চিকিৎসকদের এখানে এসে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সকল সুযোগ করে দেবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

যে কোন ভাল উদ্যোগে প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা, দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ডাক্তার সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। আশাকরি কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের চাওয়া পূরণ করে নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হতে সর্বোতভাবে উৎসাহ যোগাবেন। গত কয়েক বছর এই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলাকালীন এবং এখন পর্যন্ত যে সহযোগিতার নজির স্থাপিত হয়েছে তারই ফলাফল আজ আমাদের সামনে। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সকলের ভাল করুন।

এ দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডাঃ এ কে আজাদ খান সাহেব ও প্রফেসর ডাঃ মাহমুদ হাসান সাহেব স্যারদের মত স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ অফুরন্ত সময় দিয়ে, মতামত ও শ্রম দিয়ে সকলকে সামনে এগুতে ভীষণ ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডাঃ ফারুক আহমেদ এবং সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া এই উপহার জাতিকে দিতে যে পরিশ্রম করেছেন তার বদলা মানুষ দিতে পারবে না। পরোয়ারদেগার আখেরাতে নিশ্চয়ই তাঁদের পরিশ্রমের বদল দেবেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া সাহেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর শত ব্যাস্ততার মধ্যেও দিনরাত আমি কাজের অগ্রগতি, সমস্যা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে নানান ভাবে তাঁকে বিরক্ত করেছি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তার কুরবানীকে ছোট করব না।

সব শেষে যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ এই প্রাণ প্রিয় বাংলাদেশকে পৃথিবীর কাছে উন্নয়নের রোল মডেল বানিয়েছেন, "Bottomless Busket" অর্থাৎ তলাবিহীন ঝুড়ির বদনাম থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, দেশের আনাচে কানাচে উন্নয়নের ঢেউ পৌঁছে গেছে সেই ব্যক্তিত্ব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, বাঙালীর অহংকার, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানকারী, মহান জননেত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল" এর প্রতিষ্ঠাতা, আমার আবদারের বাস্তবায়নকারী শেখ হাসিনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা। বিগত ২০ বছরেরও বেশী সময় আমাকে তাঁর খেদমতের সুযোগ দিয়ে, ভাই বলে কাছে টেনে নিয়ে, যে স্নেহ ভালবাসা আমাকে দিয়েছেন তা বলে প্রকাশ করার নয়। এত বছর পর্দার আড়ালে থেকে তাঁর এবং দেশের খেদমত করতে পেরেছি- নিঃস্বার্থ ভাবে। এ যে কত বড় পাওয়া! আজ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে, তা ফাঁস হয়ে গেল। পর্দার আড়াল থেকে কাজ করার যে আনন্দ, তা শেষ হয়ে গেল। যদতিন বেঁচে আছি আমি যেন দেশের খেদমত করতে পারি, গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধ করেছি তা পরিপূর্ণ করতে পারি, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারি, আমার আপা, আমার শ্রদ্ধেয় জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে এবং সাথে থাকতে পারি। তাঁর জন্য আজীবন দোয়া করতে পারি- সেই দোয়া সবার কাছে চাই।

পরোয়ারদেগার আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। প্রতিটি বাংলাদেশী সততা এবং নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করার জন্য কবুল করুন। মানুষের কল্যাণে কাজ করে স্রষ্টাকে খুশী করার সুযোগ দান করুন। বিশেষ করে ডাক্তার সমাজকে মানুষের খেদমতের জন্য কবুল করুন।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম শিশির

গ্যাস্ট্রিক একটি সমসাময়িক বিষয়

গ্যাস্ট্রিক একটি সুপরিচিত ও অতি প্রচলিত পেটের পীড়া যা বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সঠিকভাবে যাকে চিকিৎসা বিভাগে ডিস্‌পেপসিয়া বা বদহজম বলা হয়। বাংলাদেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ে ডিস্‌পেপসিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা ৩০ ভাগের বেশি। ডিস্‌পেপসিয়া বা বদহজম সাধারণত: দুই প্রকারের হয়ে থাকে যাহা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক প্রকার হলো পেটে ব্যথা বা জ্বালা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষিদে পেটে লক্ষণীয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাবার পরও অনুভুত হয়। এ ধরণের বদহজম সমস্যা সাধারণত: অম্লনাশক যেমন এন্টাসিড ও অতি ক্ষমতাশালী অম্লনাশক- অমিপ্রাজল/ইসোমেপ্রাজল/ র‍্যাবিপ্রাজল ইত্যাদি সেবনে উপশম হয়। আরেক ধরণের বদহজম হলো- আক্রান্ত ব্যক্তি খাবারের পরপরই পেট ভরা লাগা, ক্ষুধামন্দা আবার কখনো কখনো বমির অনুভূত হওয়া। এ জাতীয় লক্ষণ সমূহ ডমপেরিডন জাতীয় ঔষধ সেবনে কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাময় হয়। ডিসপেপসিয়া বা বদহজম এর সাথে অনেক সময় বুকজ্বালা ও চুকা ঢেকুর জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। যার চিকিৎসায় অতি ক্ষমতাশালী অম্লনাশক (অমিপ্রাজল/ ইসোমেপ্রাজল /র‍্যাবিপ্রাজল ইত্যাদি) জাতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

উলেখ্য যে, বিশ্বে বদহজম বা ডিসপেপসিয়া চিকিৎসায় একটা বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছে দুই দশকের বেশি পূর্বে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরী নামক জীবাণু আবিষ্কৃত হওয়ার পর। যার নির্মূলে ডিস্‌পেপসিয়া জাতীয় রোগ সমূহের সম্পূর্ণরূপে সেরে যাওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশেও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক সমীক্ষা চালিয়ে আসছেন যার ফলাফল বদহজম/ডিসপেপসিয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুফল বয়ে এনেছে।

কিন্তু বহুল আলোচিত বিষয় হলো গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাসের সমস্যা যা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো- আক্রান্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোকে গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। লক্ষণসমূহ হলো- পেট ব্যাথা, ফাপা, উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী কমবেশি বায়ু নিঃসরণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। সমস্যাসমূহের চিকিৎসা হিসাবে অতিক্ষমতাশালী অম্লনাশক (অমিপ্রাজল/ ইসোমেপ্রাজল ইত্যাদি) প্রতিনিয়ত সেবন করে উলেখিত লক্ষণ সমূহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন ধরণের অতিক্ষমতাশালী অম্লানাশকগুলো আমাদের দেশে সচরাচর প্রয়োজনে/অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যাহা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অনেক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি ক্ষমতাশীল অম্লনাশকের বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা সাধারণত যেকোনো মাত্রায় ও দীর্ঘদিন সেবনে পরিলক্ষিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক ব্যাধি যথা ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও অষ্টিওপোরোসিস এর মতো রোগের প্রকোপ সেবনকারীর মধ্যে বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া ড্রাগ ইন্টারএকশান জাতীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কারণে কিছু কিছু জীবনরক্ষাকারী ঔষধের কার্যক্ষমতা লোপ পেয়ে যায় বলে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে। গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীব্যাপী আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত শরীর চর্চা ও খাদ্যাভাসের কিছু পরিবর্তন বিশেষ করে পর্যাপ্ত শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ এবং অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও শর্করাজাতীয় খাবার পরিহার বদহজম রোগের লক্ষণসমূহ থেকে উপশম পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ের রোগ সমূহের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলের এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে।

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল এবং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সম্মিলিতভাবে এবং স্ব স্ব অবস্থানে থেকে এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অধ্যাপক ডা. মিয়া মাশহুদ আহমদ
অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগ
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, গ্যাস্ট্রোএন্টাররোলজি বিভাগ
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

স্বাস্থ্য সেবায় স্থাপত্য:
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল

পুরনো ঐতিহ্য যেমন একটি শহরের প্রাণ, নতুন অবকাঠামো তেমনি সেই শহরকে করে গতিশীল। একজন সামাজিক দায়বদ্ধ স্থপতি পুরনো ঐতিহ্য ধারণ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করে চলেন। আর তখন তার সৃষ্ট আধুনিক পরিসর পায় পূর্ণতা, হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনময়। স্থাপত্য শুধু ইট-কাঠ আর কংক্রিটের সমষ্টি নয়, বরং স্থাপত্য একটি মানবিক পরিসর। স্থাপত্য মানুষকে শুধু আশ্রয় দেয় না বরং প্রভাবিত করে তার মনস্তাত্ত্বিক জগতকে, তার ভাবনাকে। সুতরাং পরোক্ষভাবে স্থাপত্য প্রভাব বিস্তার করে আমাদের দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় এই উপমহাদেশে সেই মহেঞ্জ-দারো এবং হরোপ্পার (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব) লোকজন অসুখ নিরাময়ের জন্য গাছের লতা-পাতা ব্যবহার করত। প্রাচীন আরোগ্যবিদ্যা মানুষের অসুখ নিরাময়ের পাশাপাশি জীবনকে দীর্ঘায়ু এবং আরোগ্য করতে সাহায্য করত। এতে বিশ্বাস করা হত অসুখ শুধু দেহে হয়না, অসুখ সৃষ্টি হয় অত্মায়, আত্মা থেকে মনে এবং মন থেকে দেহে সংক্রমিত হয়। সুতরাং দেহের পাশাপাশি মন ও আত্মার আরোগ্যে লাভ জরুরি । বিখ্যাত দার্শনিক এবং চিকিৎসক হিপ্পক্রেটস (৪৬০-৩৭৭ খ্রিস্টপূর্ব), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) এবং গ্যালেন (২১০-১৩০ খ্রিস্টপূর্ব) বিশ্বাস করতেন প্রকৃতিই মানুষের অসুখ নিরাময়ের উৎকৃষ্ট বন্ধু। কিন্তু শহুরে জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য কল্পনাতীত, অসুখ নিরাময় কেন্দ্র তথা হাসপাতালই আমাদের একমাত্র ভরসা। সেক্ষেত্রে অসুখ নিরাময়ে ডাক্তার, নার্সদের পাশাপাশি একজন স্থপতির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন স্থপতি মানুষকে প্রকৃতি থেকে যেমন দূরে ঠেলতে পারে তেমনি পারে প্রকৃতির কাছেও টানতে। একটি হাসপাতাল, হাসপাতালের পরিবেশ, তার স্থাপত্য পরোক্ষভাবে একজন অসুস্থ মানুষকে অনেকখানি প্রভাবিত করে তার সুস্থতায়। একটি জরীপে দেখা গেছে, আমাদের অসুখের এক-তৃতীয়াংশ পেটের পীড়া সংক্রান্ত। অথচ আমাদের দেশে পেটের পীড়া সংক্রান্ত ছিলনা কোন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। সেদিক থেকে ঢাকার মহাখালীস্থ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউটের প্রাঙ্গনে নির্মিত "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল" অন্ত্র এবং পেট সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএন্টালজি সোসাইটি প্রকল্পটির কাজ শুরু করে, যা পরবর্তীতে দেশনেত্রী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তব রূপ পায়।

প্রায় ২ একর জমির উপর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল ভবনটি মানুষের পেটের পীড়া সংক্রান্ত অসুখ নিরাময়ের পাশাপাশি একটি গবেষণাগার তথা ডাক্তারদের উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সেজন্য হাসপাতাল ভবনের সাথে ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, স্টার্ফ-নার্সেস ডরমিটরি, ডাক্তারস ডরমিটরি প্রয়োজন ছিল অবিচ্ছেদ্য। অথচ স্থাপত্য পরিকল্পনার প্রয়োজনে শুধুমাত্র হাসপাতাল ভবনের চাহিদা পূরণের জন্য জমি এখানে অপ্রতুল। সুতরাং বহুতল ভবনই ছিল একমাত্র সমাধান। কিন্তু বহুতল ভবন আর যাই করুক মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে শুরু থেকে ভবনটির নকশায় স্থপতিগণ বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। এর অন্যতম হল হাসপাতাল ভবনের লবি তথা পাবলিক স্পেসকে যথা সম্ভব খোলামেলা রাখা। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ির পাশাপাশি লবিতে দুটি উন্মুক্ত সিঁড়ি সংযোজন করেন। সিঁড়ি দুটি উন্মুক্ত হওয়ায় এটি লবি স্পেসকে খন্ডিড না করে বরং

যেমন প্রসারিত করে তেমনি এর ব্যবহারকারীকে সাহায্য করে ইনডোর-আউটডোরের সমন্বিত একটি স্পেস অনুভবের। সে হয়ত বদ্ধ কোন ভবন থেকে নিজেকে উন্মুক্ত পরিসরে খুঁজে পাবে। ফলে নিজেকে প্রকৃতির কাছাকাছি ভাবতে পারবে। আবার লবির সাথে বিভিন্ন ফ্লোরে সংযোজিত বাগান তার মনস্তাত্বিক জগতকে একটু হলেও প্রভাবিত করবে। নিজেকে প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। বাগানগুলি এমনভাবে তৈরি যেখানে গুল্মের পাশাপাশি থাকবে বৃক্ষ। আর তার ফুল-ফলের কারনে হবে পাখিদের আনাগোনা, যা হয়ত সকালে ওয়ার্ডের রোগীদের ঘুম ভাঙ্গবে পাখির ডাকে, নাড়া দিবে তার ভাবনার জগতকে । আর সাহায্য করবে নিজেকে বহুতল ভবনের বাসিন্দা না ভেবে নিজের বাড়ির পরিবেশ খুঁজে পেতে। ৬ষ্ঠ তলার উন্মুক্ত বাগান তাকে দিবে সকালের মিষ্টি রোদে কিংবা বিকালের পড়ন্ত লম্বা রোদে হাঁটবার প্রয়াস। ঔষুধ আর ফিনাইলের গন্ধ ছাপিয়ে বাগানের মধু-মঞ্জরী, হাসনাহেনা যখন সন্ধ্যায় গন্ধ ছড়াবে তখন তার বিষন্ন মন হয়ত বাঁচবার নতুন তাগিদ পাবে।

হাসপাতাল ভবনটির নকশায় সার্বজনীন গম্যতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এজন্য ভবনটির প্লিথ সম্মুখ রাস্তা থেকে খুবই সামান্য উঁচু। সর্বসাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে ভবনটিকে করা হয়েছে প্রধান ফটকবিহীন। প্রচলিত প্রধানফটক প্রথা থেকে বরিয়ে এসে তৈরি করা হয়েছে প্রয়োজন ভেদে অনেকগুলি দরজা। আবার উত্তর-দক্ষিণ বায়ু চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করিডোরের সাহায্যে সংযোগ করা হয়েছে ভবনের আভ্যন্তরীন কাঠামো। কাঠামোগত সুবিধার জন্য ভবনটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যার কেন্দ্রে লিফট কোর রেখে কেন্দ্র বরাবর উন্মুক্ত লিফট লবি। ভবনের পিছনের অংশ মূলত সার্ভিস, যেখান থেকে সার্ভিস করিডোরের মাধ্যমে ওয়ার্ডগুলিতে সকল সার্ভিসেসের গমন-নির্গমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ার্ডগুলির সাথে সরাসরি টয়লেট না রেখে একটি করিডোর দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে।

হাসপাতাল ভবনের নিচতলায় রয়েছে ইমারজেন্সি এবং ইমেজিং ও রেডিওলজি বিভাগ, ২য় তলায় বহির্বিভাগ ও ক্যাফেটেরিয়া, ৩য় তলায় কনফারেন্স হল, প্রশাসনিক বিভাগ সাথে প্যাথলজি ল্যাব, ৪র্থ তলায় অন্ত্র এবং পেটের চিকিৎসার জন্য এন্ডোসকপি সুট, ৫ম তলায় অপারেশন থিয়েটার। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম তলায় সাধারণ ওয়ার্ড এবং একাডেমিক বিভাগ, ৯ম থেকে ১০ম তলায় কেবিন এবং গবেষণাগার। হাসপাতাল ভবনটিতে বর্ষার পানি সংরক্ষণের জন্য যেমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তেমনি সৌর বিদ্যুৎ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে ছাদে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। অর্ন্তভুক্ত করা হবে গবেষণাগার।

প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যপরিধি ব্যাপক। এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস বাংলাদেশের পেটের পীড়া সংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল "শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল"।

সুমন বিশ্বাস
সহকারি স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
"শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল"
প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণ দলের অন্যতম সদস্য]

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি

উপদেষ্টা কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপদেষ্টা	ঃ	শেখ সেলিম মাননীয় সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, সংসদীয় কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
		জনাব জাহিদ মালেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
		অধ্যাপক এএফএম রুহুল হক মাননীয় সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, সংসদীয় কমিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আহ্বায়ক	ঃ	জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
যুগ্ম আহ্বায়ক	ঃ	জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন সচিব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সদস্য	ঃ	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		প্রফেসর ডাঃ মাহমুদ হাসান সভাপতি, বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রএন্টারোলজী সোসাইটি
		ডাঃ সিরাজুল ইসলাম পরিচালক, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
সদস্য সচিব	ঃ	প্রকল্প পরিচালক, এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হাসপাতাল

সার্বিক সমন্বয় কমিটি

সার্বিক সমন্বয়কারী ঃ শেখ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান
এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনাব মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার
যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ড. গোলাম মোঃ ফারুক
উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অধ্যাপক ডাঃ ফারুক আহমেদ
পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হাসপাতাল

ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া

ডাঃ আল মাহমুদ এ্যাপোলো
ডাঃ নুরুজ্জামান
ডাঃ আশফাক আহমেদ সিদ্দিকি
ডাঃ গোবিন্দ গাইন

দাওয়াতপত্র মুদ্রণ দাওয়াতের তালিকা প্রস্তুতকরণ, বিতরণ, পোস্টার মুদ্রণ, ভাষণ প্রস্তুতকরণ এবং ফ্লাইয়ার সংক্রান্ত উপকমিটি

সার্বিক সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খান
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোঃ মুজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনাব মোঃ কায়েসুজ্জামান
উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ডাঃ মাসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
ডাঃ মোঃ এনামুল করিম
ডাঃ অমিতাভ সাহা
ডাঃ শারমিন তাহমিনা খান

ফলক প্রস্তুত, স্থাপন ও অভ্যর্থনা কমিটি

সার্বিক সমন্বয়কারী ঃ শেখ মুজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ বেগম রেহানা ইয়াছমিন
উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

বেগম রোকেয়া খাতুন
উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

অধ্যাপক ডাঃ তৌহিদুল করিম মজুমদার।
ডাঃ মাসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক।
ডাঃ মোঃ এনামুল করিম।
ডাঃ পিনাকি পাল।
ডাঃ শারমিন তাহমিনা খান।

মিডিয়া কভারেজ, দাওয়াতপত্র, কর্মসূচী, আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা প্রস্তুত করণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে অনুমোদন বিষয়ক কমিটি

আহ্বায়ক ঃ বেগম জাকিয়া সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

যুগ্ম আহ্বায়ক ঃ ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন আহমদ চৌধুরী
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনাব পরীক্ষিৎ চৌধুরী
তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ডাঃ মোঃ আল মাহমুদ এ্যাপোলো

ডাঃ নুরুজ্জামান

মঞ্চ সাজ-সজ্জা, আসন বিন্যাস, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠকারী নির্বাচন, এসএসএফ এর সাথে সমন্বয় বিষয়ক কমিটি

আহ্বায়ক ঃ জনাব সুভাষ চন্দ্র সরকার
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ডাঃ বিমল চন্দ্র শীল

ডাঃ শিশির কুমার রায়

ডাঃ অমিতাভ সাহা

ব্রশিয়ার/প্রেজেন্টেশন/সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ উপ কমিটি

সার্বিক সমন্বয়কারী ঃ বেগম জাকিয়া সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
অধ্যাপক ডাঃ ফারুক আহমেদ
অধ্যাপক ডাঃ এএইচএম রওশন
ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া
ডাঃ নুরুজ্জামান
ডাঃ আশফাক আহমেদ সিদ্দিকি

আপ্যায়ন কমিটি

আহ্বায়ক ঃ জনাব মোঃ মোশতাক হাসান
এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সদস্য ঃ জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

জনাব মোঃ কায়েসুজ্জামান
উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

ডাঃ মাসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক।

ডাঃ শিশির কুমার রায়।

ডাঃ মোঃ এনামুল করিম।

ডাঃ গোবিন্দ গাইন

Features of Sheikh Russel Gastroliver Institute and Hospital

Structural

- 250 beds, 9 floors with 1 basement
- Green building technology to reduce power consumption
- Solar panel
- Multipurpose conference room
- 6 lifts
- Emergency fire exit

Academic

- Modern library
- Internet connectivity with high speed WiFi
- Workshop & training room
- Class room with advance technology

Functional

- 4 well equipped operation theatre
- Round the clock emergency
- EMR- Electronic Medical Record system
- Hospital management system
- Parking management system
- Modern security system
- Modern kitchen and laundry service
- Central Sterile Service Department (CSSD)
- Friendly access for disabled person
- Modern mortuary
- Central medical gas line
- Modern fire fighting system

Service

Emergency services	Emergency ward – 10 beds Emergency endoscopy
Endoscopy services	Enteroscopy, Endosonography, Capsule endoscopy, ERCP, Cholangioscopy GI manometry, pH metry,
Radiology & Imaging	3 Tesla MRI, 160 slice CT scan

- Blood bank and pathology
- HDU & ICU
- Liver transplant facility (Proposed)

ছবির ভাষায় হাসপাতালের ইতিহাস

একটি স্বপ্নের সফল রূপান্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনারত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী
বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম শিশির

যে ভূমির উপর বর্তমান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

অধ্যাপক একে আজাদ খান, প্রফেসর মাহমুদ হাসান এবং ডাঃ সিরাজুল ইসলাম শিশির

নির্মাণ কাজ শুরু

প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ফারুক আহমেদ,
উপ-প্রকল্প পরিচাল ডাঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সাথে
প্রফেসর মাহমুদ হাসান

নির্মাণ কাজের এগিয়ে চলা

উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের হাসপাতালের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

নির্মাণ কাজের এগিয়ে চলা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক মিটিং

নবনির্মিত শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য নির্মিত দুটি আবাসিক ভবন

রেসিডেন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডরমেটরী

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি

আধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত এনডোস্কপি কক্ষ

SRGIH

SHEIKH RUSSEL GASTROLIVER INSTITUTE & HOSPITAL